দামুড়হুদায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করার অপরাধে জরিমানা

দামুড়হুদায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা করা হয়েছে।

রবিবাার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে মনির হোটেলে ২ হাজার টাকা, উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ভাই ভাই হোটেলে ১ হাজার ও সোনার মদিনা হোটেলে ১ হাজার টাকা, মোট ৩টি হোটেলে ৪ হাজার টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

সভাপতি সাধারন সম্পাদকসহ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচন আর মাত্র ব মাত্র ৬ দিন বাকি। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রার্থীদের ঘুম হারাম হয়ে আসছে।এবারের নির্বাচনে শ্রমিকরা গুন্জন ছড়াচ্ছে যারা ক্ষমতায় আছে তারাই থাকবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সহ ৯টি পদের বিপরীতে মনোনয়ন সংগ্রহ করছে একাধিক প্রার্থী।শনিবার নির্বাচন পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্রের ফরম সরবরাহ, মনোনয়নপত্রের ফরম দাখিল, মনোনয়নপত্র যাচাই- বাছাই শেষে

প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। ২৮ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্রের ফরম সরবরাহ করা, দুপুর ১টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিল, ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রতিক নির্ধারণ রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থী পদ পত্যাহারের শেষ সময় বেধে দেয় নির্বাচন কমিটি।

কেরু’র শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান কেরুর মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাক্ষরিত প্রতিক বরাদ্দ দেন।

এবারের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন তাদের প্রতিক হচ্ছে সভাপতি পদপ্রার্থী ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ পেয়েছেন ছাতা প্রতিক, তৈয়ব আলী পেয়েছেন সাইকেল, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ পেয়েছেন চাঁদতারা, মনিরুল ইসলাম পিন্স আনারস, জয়নাল আবেদীন নফর হারিকেন, সহ-সভাপতি এসএম কবির পেয়েছেন কলস, আনিসুর রহমান গরুর গাড়ি, রেজাউল করিম টেবিল, মফিজুল ইসলাম তালাচাবি, সহ-সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পেয়েছেন চেয়ার, খবির উদ্দিন আম, হাফিজুর রহমান হাস, মহিদুল ইসলাম হাতপাখা, আতিয়ার রহমান মাছ, দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট পেয়েছেন উড়োজাহাজ, আবুল হোসেন হরিণ, প্রচার সম্পাদক পদে পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত কুুঁড়েঘর, মিজানুর রহমান মোরগ, আব্দুল কুদ্দুস মোবাইল ফোন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লা পেয়েছেন রিকসা, আবু সাঈদ পেয়েছেন কাঠাল।

সদস্যদের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে সেলিম খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন, ২ নং ওয়ার্ডের বাবর আলী পেয়েছেন বেলচা,আব্বাস আলী বালতি, আমিনুল ইসলাম ডাব, ৩ নং ওয়ার্ডের বাবুল আক্তার পেয়েছেন গোলটুপি, জাহিদুল ইসলাম ডাব, মোজহারুল হাতুড়ি, শরিফুল ইসলাম টর্চ লাইট, শফিকুল ইসলাম আখের আটি ৪ নং ওয়ার্ডের মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ডাব, কামরুল হাসান আখের আটি, মাহামুনুল হাসান টর্চ লাইট, ৫ নং ওয়ার্ডের সাইফুদ্দিন সুমন পেয়েছেন ডাব, সাহেব আলী শিকদার টর্চলাইট, মোহাম্মদ হারিজুল ইসলাম আখের আটি, ৬ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতিক হয়েছিলো

মাজেদুল ইসলাম ডাবলু আখের আটি, নুরুল ইসলাম বেলচা, মজিবর রহমান ডাব। ৭ নং ওয়ার্ডের জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন গাভী, জাহিরুল ইসলাম বালতি, ইদ্রিস আলী ডাব, রবিউল ইসলাম বেলচা, আজাদ আলী হাতুড়ি তারাপদ বিশ্বাস আখের আটি।

প্রতিক পেয়ে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনায় ছুটছেন রাত দিন। বিরামহীন ঠিকটাক চলছে তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা। প্রতিদিনই দফায় দফায় প্রার্থীদের পক্ষে চলছে ভোট প্রার্থনা। প্রার্থী নিজে কিংবা তার স্বপক্ষে লোকজন রাত দিন যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। তুলে ধরছেন নিজ পছন্দের প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। কুশল বিনিময় আর সালাম আদাব জানিয়ে চাইছেন তাদের মূল্যবান ভোট । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভোটারদের কাছে করছেন ভোটের আবেদন নিবেদন। প্রার্থীর পক্ষে প্রচরণায় মাঠে আছেন একাধীক কর্মীরাও। নিজদের পক্ষে ভোট টানতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভোটারদের আত্বীয় স্বজনকে। আত্বীয়তার সম্পর্কে তারা ভোট চাইছেন নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে। ভোট যুদ্ধে বিজয়ী হতে চালানো হচ্ছে নানা কৌশল। শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অনান্য পদ ও সদস্যরা। অন্য ভোটের চেয়ে ব্যাতিক্রম এই ভোটে কেরুজ আঙিনা সব সময় থাকে সরগরম।

প্রার্থীদের ব্যাপক প্রচারণায় অনেকটা জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ। আর হাতে মাত্র ছয় দিন। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় প্রার্থীদের প্রচারণার কাজে রাত দিন একাকার। কাটছে র্নিঘুম রাত। ফুরসদ নেই দিনেও। এখন প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য যে ভাবেই হউক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ মুর্হুতে তাদের মনজয় করে মূল্যবান ভোট নিজেদের ভাগে আনা। ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার হতে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে চলছে নানা কলা কৌশল। দিচ্ছেন নানা উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি। তবে ভোটাররা শ্রমিক কর্মচারি হওয়ায় তারাও অধিক সচেতন। যোগ্য প্রার্থীদের বেচে নিয়েই ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে । তবে কিছু চালাক ও সচেতন ভোটারা কোন প্রার্থীর পক্ষেও মুখও খুলছেন না সহজেই। নিজ দল বা নিকটজন না হলে প্রার্থীর পক্ষে মাঠে সরাসরি ভোট চাইতেও নামছেন তারা। ভোটের মাঠে প্রার্থীরা সরব হলেও সেসব ভোটাররা রয়েছেন নিরব। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত থাকলেও বসে নেই সদস্য প্রার্থীরাও।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর তুলনায় সদস্য প্রার্থীদের

নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটার কম হলেও তাদের মত তারাও হরদম ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রত্যাশা ভোটারদের মন জয় করে তাদের কাঙ্খিত রায় পাওয়ার। আসন্ন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২ (দুই)জন প্রার্থী ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৩(তিন) জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।যতই দিন গড়াচ্ছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মসুদুর রহমান মাসুদের পক্ষে গণজাগরণ সৃস্টির লক্ষে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচারণা। কর্মিরা দিনরাত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছে। ভোটাররা প্রতিদিনই কেউ কেউ যোগদান করছে মাসুদ সংগঠনে।

অপরদিকে মাসুদুর রহমান মাসুদ দুবছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে শ্রমিক ও কর্মচারিদের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেজন্যই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কর্মচারিদের কাছে। যার ফলশ্রুতিতে সঠিক নেতৃত্ব বেচে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ। এবিষয়ে আশাবুল হক মুক্ত জোয়াদ্দার ও নজরুল ইসলাম বিশ্বাস হিরক ও সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এসএম কবির দিনরাত পরিশ্রম করে জয়ের মালা নিয়ে ঘরে ফিরবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন । এ নির্বাচনে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মোট ভোটার সংখ্যা ১১৮৭।

ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে কেরুজ নতুন হাই স্কুলে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহন হবে সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহিনভাবে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। চিনিকলের হিসাব, প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ সহ বানিজ্যিক খামার গুলোর শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়ে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা গত নির্বাচনে ছিলো ১০৮৮ এবার বেড়ে হয়েছে ১১ ৮৭।

দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারীর ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দৃর্নিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগের দায়িত্বে থাকা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি দিয়েছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ।

সোমবার (২৩ জানুয়ারী) ভারপ্রাপ্ত চীফ অফ পারসোনেল শাহরীনা তানাজ এর স্বাক্ষরিত ৩৬.০৪.০০০০.০১১.
১৯.০০১.১৮.১৪১ নং স্বারকে অব্যাহতির বিষযটি নিশ্চত করে।

পুনরাদেশ না দেওয়া পযর্ন্ত বিএসএফআইসি’র অধীনে কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের মহাব্যাবস্থাপক ফিদা হাসান বাদশাকে বর্তমান বেতনক্রমে নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে “স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক” পত্রিকায় নিয়োগপত্র ছাড়াই মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে ফিদা হাসান বাদশা কেরুজ চিনিকলের কোষাগার থেকে নিচ্ছেন বেতনভাতা এই মর্মে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তার পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। এ বিষয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক বলেন, আজ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসান ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহন করেছে।

উল্লেখ্য, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ফিদাহ হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরে ফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠনে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক ফিদাহ হাসান বাদশাকে নিয়োগ দেওয়া হয় চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে। অথচ তিনি অতিরিক্ত

দায়িত্ব হিসাবে আকড়ে রাখেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফিদাহ হাসান বাদশার পদ মর্যাদা ব্যবস্থাপক, এ পদে পদন্নোতি হলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, তার পরের পদ মহাব্যবস্থাপক। অথচ ব্যবস্থাপক পদ থেকে তিনি মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জাগে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে? এ সংক্রান্তে পত্রিকায় রিপোর্টা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দেন তিনি।

সুত্রে জানা যায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদন্নতি পেয়ে মিলের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তা বাবুদের ম্যানেজ করেই ২০১৯ সালের ২৬ মে ডিস্টিলারী বিভাগে মহাব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে পদন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমআরআই করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসেবে দায়িত্ব পান। তার মূলদায়িত্ব ওই প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

সূত্রে আরও জানা যায়, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। পাশপাশি কয়েক শত কোটি টাকার মদ বিক্রি। পদাধিকার বলে ডিস্টিলারীরে মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার সক্রিয় অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনের সাথে বিশেষ সখ্যতাও রয়েছে ফিদাহ হাসান বাদশার। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহের সুযোগ করে দেন তিনি। এতে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন বাদশা। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করেন।

দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দুর্ণিতি সিন্ডিকেট তৈরী হয়েছে। চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি ডিষ্টিলারীর চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বিএমআরআই প্রকেল্পর মূলদায়িত্ব যেন গ্রহণ করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। তাহলে অনেকাংশে দূর্নিতি কমে যাবে এ বিভাগে।

এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। যে করণে গতকাল সোমবার চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসানকে ডিস্টিলারীর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহণের আদেশ প্রদানের কথা জানানো হলে বাদশাকে অব্যাহতি দিয়ে রাজিবুলকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

আলমডাঙ্গার জিসান টাওয়ারে অনৈতিক কর্মকান্ড, ৩ নারী যৌন কর্মী আটক

আলমডাঙ্গার পৌর শহরের জিসান টাওয়ারে অভিযান চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য ওই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

গত শনিবার রাত ১০টার দিকে পৌর শহরের দারুস সালাম মোড়স্থ জিসান টাওয়ারের ৫ম তলা থেকে তাদের আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে আরজান। তিনি কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী।

দীর্ঘদিন আড়ৎ ব্যবসার আড়ালে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদেমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন ও মেয়ে সজিনার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের উঠতি বয়সি মেয়েদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তারা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে এ পতিতা ব্যবসা

পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে গত ১ মাস পূর্বে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে পতিতাসহ এক যুবককে আটক করে।

মানোয়ারা ও সজিনা খাতুন গত ২ মাস পূর্বে পৌর শহরের জিসান টাওয়ারের বাসা ভাড়া নেয়। টাওয়ারের ৫ম তলায় উঠতি বয়সী তরুণীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করে আসছে। শনিবার রাত ১০ টায় মোনাকষা গ্রামের কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী আরজান পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ারের মেয়ের সাথে দৈহিক ঘনিষ্ঠ মুহুর্তে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করে। এসময় কৌশলে আরজান ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

আটকৃত নারীরা হলো- গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদিমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন (৫০), মীরপুর থানার ইশেলমারি গ্রামের সিরাজুল ইসলামের মেয়ে রিতা খাতুন (২১), পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের মেয়ে রিয়া খাতুন (২১)।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অনৈতিক ঘটনায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে সংশ্লিষ্ট মামলা আদালতে সোর্পদ করা হয়।

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যদিয়ে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা সম্পন্ন

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবারের কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা।
স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ২ ঘন্টা বিলম্বে। সকাল ১০ টায় যে সভা শুরু হওয়ার কথা সে সভা বিলম্বে দুপুর ১২ টায় সভা শুরু করে রাত ৮টার

মধ্যেই করা হয়েছে শেষ। এবারের সভায় শুরু থেকে ছিল উত্তেজনা ও নেতাদের কথায় ছিল তিক্ততার বিষ। কথার তীরে ঘায়েল করতে বক্তব্যে একে অপরকে করেন ধবল ধোলাই। সভার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি, চেয়ার ভাংচুর ও স্বপন নামের এক শ্রমিক রক্তাক্ত জখম সহ সভাস্থলে কয়েক দফা হাতাহাতির মধ্য দিয়ে এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা হয়েছে শেষ।

রোববার সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ১২ টার দিকে কেরুজ ইমারত বিভাগের সামনে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সভা চত্বর ছিল শুনশান। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে সাকাল ৯টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন গুলো দলবদ্ধ হয়ে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে। দুপুর ১২টার দিকে শুরু হয় আলোচনাপর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সভার উদ্বোধন করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সহ শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০২১ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ২০২২ সালে আয় হয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১১৮ টাকা ৮৮ পয়সা এবং ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫১৭ টাকা ৪৫ পয়সা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬০১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী রেজাউল করিম, মফিজুল ইসলাম, এসএম কবির, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির

উদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সদস্যপ্রার্থী বর্তমান পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, সাইফ উদ্দিন সুমন, ডাবলু, আব্বাস আলী, হারিজুল ইসলাম, সাহেব আলী শিকদার, জাহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সুমন, প্রমুখ।

সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আল আমিন, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ মাস ৫ দিন আগে। সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহোৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মৌসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাস থাকে গরম। নির্বাচনকে ঘিরে কেরুজ আঙিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারণায় এখন মুখরিত। প্রার্থীদের দৌড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কোন কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা কমতি থাকবে না এবারের নির্বাচনেও। ভোটের বাকি মাত্র ১২ দিন। নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সংগঠন কার্যালয়গুলো কর্মী-সমাবেশের পাশিপাশি হচ্ছে ভুড়ি ভোজনের আয়োজন। সেই সাথে প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের মুহুমুহু স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠছে কেরুজ ক্যাম্পাস এলাকা। আর সন্ধা নামার পরপরই প্রার্থীরা ভোটার ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে স্লোগান তুলে দিচ্ছে মহড়া। দেখানো হচ্ছে দল ভারির শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, কি মধু আছে এতে। কেরুতে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার কি মদ বিক্রয় কেন্দ্রেরগুলোর এজেন্টরা? শ্রমিক নেতাদের সংগঠন কার্যালয়গুলো সারাবছর জনমানবহীন থাকলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন,

ফিরোজ আহমেদ সবুজ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স ও জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের কর্ণধর সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর।

আসন্ন এ নির্বাচনে পরিবর্তন আসছে পরিষদের সদস্য সংখ্যায়। তথ্যনুযায়ী কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৩ জন। বছর দুয়েক আগে ২৫ সদস্যের কমিটির পরিবর্তন করে তা ১৩ সদস্যে করা হলেও তা পরিবর্তন করা হয়েছে সম্প্রতি। শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পরিবর্তন করে ফের ২৫ সদস্যের কমিটি নির্ধারন করা হয়েছে।

ফলে এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবে প্রার্থীরা। কেরুজ চিনিকলে এক সময় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক ছিল। সে সময় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। যখন শ্রমিক কমে গেল তখন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নে এক জন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সদস্য করে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর-২২ শ্রম আইন বিধি মোতাবেক ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে ৮০১ থেকে ১৫’শ জন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকলে শ্রমিকদের স্বার্থে সভাপতি ১ জন, সহ-সভাপতি ২ জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, প্রচার সম্পাদক ১ জন দপ্তর সম্পাদক ১ জন ও সদস্য ১৫ জন করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কমিটি গঠন যাবে। সে লক্ষে আয়োজিত গেট মিটিং সভায় উপস্থিত নের্তৃবৃন্দ সহ সকলে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মতামত প্রকাশ করেন। সে মোতাবেক এবারের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পরিবর্তে ২৫ সদস্যর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। সে অনুযায়ী ২৫ পদের বিপরীতে এবারের নির্বাচনে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন মুখের দেখা মিলেছে।

গত নির্বাচনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৮৮। দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন মিলের শ্রমিক-কর্মচারী কেরুজ চিনিকলে যোগদান করেছে ২৭০ জন। ফলে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮ জনে দাঁড়ালেও চুরান্তভাবে কমবে। গত ২

বছরে বহু ভোটার অবসর গ্রহণ ও মৃত্যুজনিত কারনে কমেছে। ফলে এবার সম্ভাব্য ১৩০০ ভোটার হতে পারে।

গত ২০২১ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের নের্তৃবৃন্দ এবার ১ মাস ৫ দিন আগেই নির্বাচনের দিন নির্ধারন করে ২২ জানুয়ারি নিয়ম মাফিক সাধারণ সভা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সাধারন সভার ও শুধুমাত্র আর বাকী থাকলো ভোট গ্রহণের দিন। কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন মূলত বড় পদ ২টি। তা হচ্ছে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদই মুল পদ হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান ক্যাবিনেটের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। এবারের নির্বাচনে সহ-সভাপতি ও সহ- সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে কয়েকটি পদ। এছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে।

মুজিবনগরের ৯ ইটভাটাকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা, একটি বন্ধ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৯টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা এবং আয়ান ব্রিকস নামের একটি ইট ভাটার আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমানের নেতৃত্বে উপজেলাজুড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুরে রফিকুল ইসলামের গাজী ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ফারুক হোসেন এর জবা ব্রিকসে২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, গোপালনগর গ্রামের মোজাম্মেল হকের বিবিই ব্রিকসে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, মোনাখালী গ্রামের এমএনবি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, গৌরীনগরের তৌফিকুল বারীর, মুকুল ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, দারিয়াপুরে রোকনুজ্জামানের হীরা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, নুরুল ইসলামের ডালিম ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা, মোনাখালীর মোঃ লাভলুর এমএনসি ব্রিকসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, একই এলাকার মোঃ আব্দুর রশিদের শাপলা ব্রিকসে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিফুর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইটভাটাতে অভিযান পরিচালনাকালে ভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, অবাধে কাঠ পোড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট স্থানে এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে ইটভাটা তৈরি করার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলার নয়টি ইটভাটার কাছ থেকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।এ সময় মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত আয়ান বিক্সকের আংশিক উচ্ছেদ করে ভাটা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান- এই অভিযান পর্যায়ক্রমে জেলার সব উপজেলায় চলবে। তিনি জানান-আদালত ইটভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। সেই সাথে জেলায় অধিকাংশ ইটভাটা লাইসেন্সবিহীন, অবৈধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকা সংলগ্ন এবং ফসলী জমি ধ্বংস করে স্থাপন হওয়ার বিষয়টি ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪ ও ৮ এর লঙ্ঘন এবং উক্ত আইনের ধারা ১৪ ও ১৮ অনুযায়ী অর্থদন্ড ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক আতাউর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইট ভাটার মধ্যে ১টি মাত্র ইটভাটার পরিবেশের ছাড়পত্র রয়েছে। অবৈধ এই সমস্ত ইটভাটা বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে তালিকা দিয়েও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই অভিযান শুরু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ইটভাটা মালিক অভিযোগ করে বলেন, আমাদের পরিবেশের অধিদপ্তরের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহলকে প্রতিবছর মোটা অংকের টাকা দিয়ে ইটভাটা গুলো চালাতে হয়। পরিবেশ লাইসেন্স দিলে আমাদের নিতে সমস্যা নেই।

কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করি। লক্ষ লক্ষ টাকা ভ্যাট ও ট্যক্স দিই। এরপরেও প্রতিবছর এভাবে আমাদের জরিমানা করা হয়।

এর আগে গত ৭ জানুয়ারি মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ অবৈধ ইটভাটা বন্ধ সহ ইট ভাটার মাটি পড়ে সরকারী রাস্তার ক্ষতি, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, সড়ক চলাচলকারীদের জন্য জীবনের হুমকী বিষয়টিকে দন্ডবিধির ২৯০ ও ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করে স্ব-প্রণোদিত আদেশ জারী করে ২৩ জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক ব্যবস্থা নিতে বিশেষ পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে এবং উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন।

কুমারখালীতে ৮ ইটভাটার মালিককে ২০লক্ষ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চর সাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালান উপজেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর।

অভিযানে ভাটার বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, ফসলি জমি ব্যবহার, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোসহ নানাবিদ অপরাধে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমানসহ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ, র্যাব, পুলিশসহ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থদণ্ড প্রাপ্ত ভাটাগুলো হলো-এআরবি ব্রিকস, এমএমএ ব্রিকস, এবিসি ব্রিকস, এমএসবি ব্রিকস, কেআরবি ব্রিকস, আরজেডবি ব্রিকস, এসএএন ব্রিকস, এইচ আর বি ব্রিকস।

এ ব্যাপারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, কৃষি জমি ব্যবহার, কয়লার বদলে কাঠ পোড়ানো সহ নানাবিদ অপরাধের দায়ে আট ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে সব গুলো ভাটায় অভিযান চালানো যায়নি। পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ভাটায় অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমান বলেন, অবৈধ ভাটা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারনে চরসাদিপুরে এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাটা গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়না।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান,জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা সহ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে হাসপাতাল মোড়ের ফার্মেসিগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে মেসার্স মতিন ফার্মেসিতে তদারকিকালে ফ্রিজ ও র্যাকে সংরক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ পাওয়া যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ আব্দুল মতিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স তুহিন ফার্মেসিতে তদারকি করা হয়। এসময় ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাক্সিন ও ইনজেকশন ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ নাজমুন নকিবকে ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ০২টি ফার্মেসিকে মোট ২০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় এবং সবাইকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এর সহকারী পরিচালক এ কে এম মহসীনিন মাহবুব ও চুয়াডাঙ্গা জেল পুলিশের একটি টিম।

জনসার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইট ভাটায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অনুমোদনহীন ৫টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ৫টি ইটভাটা মালিককে ১লাখ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (১১ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন।

এসময় কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, অভিযানে সদর উপজেলার বলরামপুর এলাকার আরএসবি ব্রিকসের মালিক সাঈদ হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা, বিইএসটি ব্রিকসের মালিক জামাল উদ্দিনকে ৫০ হাজার টাকা, আমানতপুর এলাকার এমএইচবি ব্রিকসের মালিক মহির উদ্দিনকে ৩০ হাজার টাকা, আমানতপুর এলাকার আরএসবি ব্রিকসের মালিক জাফর আহমেদকে ৩০ হাজার টাকা ও বৈদ্যনাথপুর এলাকার রঞ্জু ব্রিকসের মালিককে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন জানান,কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ৫টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ সংশোধিত ২০১৯ আইন অনুযায়ী ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে বৈদ্যনাথপুর এলাকার রঞ্জু ব্রিকসের ড্রাম চিমনী ইটভাটার কিলন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ওই সব ইট ভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। এগুলো নিয়মনীতি না মেনে অবৈধভাবে পরিচালনা করা হচ্ছিল। অবৈধ ইটভাটা বন্ধে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানান, কুষ্টিয়া জেলায় প্রায় দুইশতাধিক ইটভাটা আছে। যার মধ্যে ১৩৭টি অনুমোদন পেয়েছে। এগুলোতে এক মৌসুমে ১৩০দিন ধরে ইট পোড়ানো হয়। প্রতি ১টি ভাটায় ১ দিনে ১৬ টন কাঠ পুড়লে এক মৌসুমে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে ২০৮০ টন। জেলার সবগুলি ইটভাটার হিসেব মতে, প্রায় ৩ লাখ ১২ হাজার মে.টন কাঠ পুড়ছে ভাটাগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলায় অতীতে সর্বত্র খেজুর গাছ ছিল। কিন্তু এখন ইটভাটার জ্বালানির দাপটে খেজুর গাছ কেটে সাবাড় করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ইটভাটায় জ্বালানি হিসাবে খেজুর গাছের চাহিদা অনেক। অনেক খেজুর গাছ বিক্রি করা হয়েছে। এখন এ জেলায় যা আছে, চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

পরিবেশবিদ গৌতম কুমার রায় বলেন, ‘ইটভাটা খেজুর গাছ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ইটভাটার সৃষ্ট দূষণে বয়স্ক ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কালো ধোঁয়ার কারণে মানুষের ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত নানা রোগ দেখা দিতে পারে। মানুষের ক্ষতির সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ও ঘটছে। কৃষি উৎপাদন ও ফলমূলের ফলন কমে যাচ্ছে। খেজুর গাছসহ গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।’

মেহেরপুর সদরে দুই সার ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া ও শোলমারি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি সারের দোকান থেকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তর।

বুধবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। এসময় অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: তারিকুল ইসলাম।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। অভিযানে তেরঘরিয়ায় মেসার্স আব্দুল আওয়াল ভদ্র ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মূল্যের বেশি মুল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৩ হাজার টাকা এবং মেসার্স মামুন ট্রেডার্স নামের অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয়ের অপরাধে ৪০ ও ৫১ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।